উমরাহ করার পদ্ধতি

صفة العمرة (باللغة البنغالية)

উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মীকাতে পৌঁছে উমরার ইহরাম বাঁধবে। এখানে নাপাকীর গোসলের মত গোসল করবে। নারী-পুরুষ সকলের জন্য -এমন কি ঋতুমতী মহিলার জন্যও এ গোসল সুন্নত। গোসলের পর মাথায় ও দাড়ীতে আতর ব্যবহার করবে। অতঃপর ইহরামের কাপড় পরবে। কোন ফরয নামাযের সময় হলে নামায পড়ার পর ইহরাম বাঁধবে (উমরার নিয়ত করবে)। অথবা তাহিয়্যাতুল ওযুর নিয়তে ২ রাকআত নফল নামায পড়বে। কেন না, এ স্থলে ইহরামের জন্য বিশেষ কোন নামায নেই এবং মহানবী ﷺ কর্তৃক এ বিষয়ে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। অবশ্য হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলা নামায পড়বে না। অতঃপর (গাড়িতে বসে) হাজী কেবলামুখে **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً،** (লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা উমরাহ) বলবে।

রোগ, শত্রুভয় বা অন্য কারণে মক্কা প্রবেশ ক'রে উমরা পালন পূর্ণ না হওয়ার আশঙ্কা হলে শর্ত লাগানো উত্তম। সে ক্ষেত্রে বলবে, 'যদি কোন অবরোধক আমাকে অবরুদ্ধ করে তবে সেই অবরোধের স্থানই আমার হালাল হওয়ার স্থান।'

অতঃপর তালবিয়্যাহ পাঠ করতে শুরু করবে। বলবে ঃ-

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি উমরার নিয়তে হাজির। আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

আর এইভাবে মক্কা এসে পৌঁছনো পর্যন্ত উক্ত তালবিয়্যাহ পড়তে থাকবে।

❁ মক্কার নিকটবর্তী হলে প্রবেশের জন্য গোসল করা উত্তম; যেমন মহানবী ﷺ এ সময় গোসল করেছিলেন। অতঃপর মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে এই দুআ পড়বেঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيم، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْم، وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم.

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাগফির লী যুনূবী, অফ্‌ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক। আঊযু বিল্লাহিল আযীম, অবিঅজহিহিল কারীম, অবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। আমি সুমহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও আদি পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।

❁ অতঃপর তওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়্যাহ পাঠ বন্ধ করে দেবে এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে তওয়াফ আরম্ভ করবে। পাথর স্পর্শ করবে এবং সম্ভব হলে চুম্বন দেবে। সম্ভব না হলে দূর থেকেই হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং সেই সাথে বলবে, "বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার।"

অতঃপর কা'বা ঘরকে বাঁয়ে রেখে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করবে। হাজরে আসওয়াদ থেকে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এক চক্কর হয়। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কা'বা গৃহের আর কোন অংশ স্পর্শণীয় নয়। কারণ, মহানবী ﷺ ঐ দুই পাথর ছাড়া কা'বা গৃহের আর কোন স্থান স্পর্শ করেন নি। এই তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে ছোট ছোট পদক্ষেপে দ্রুতবেগে কুচকাওয়াজি চলা সুন্নত। অনুরূপ এই তওয়াফের সকল চক্করেই ইযতিবা সুন্নত। ডান কাঁধ বের করে চাদরের উভয় প্রান্তকে বাম কাঁধের উপরে চাপিয়ে রাখবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের কাছাকাছি হবে তখনই হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুআ বলবে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ- রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

তওয়াফের বাকী চক্রে ইচ্ছামত যিক্‌র ও দুআ পাঠ করবে।

❁ এখানে প্রত্যেক চক্করেই জন্য নির্দিষ্ট করে কোন দুআ নেই। অতএব হাজীকে সেই সকল (বাজারী) বই-পুস্তক থেকে দূরে থাকা দরকার, যা বহু সংখ্যক হাজীদের হাতে দেখা যায়, যাতে প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের দুআ (মনগড়াভাবে) লিপিবদ্ধ আছে। যা পাঠ করা বিদআত। কারণ, এ শ্রেণীর দুআ আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয় নি। আর মহানবী ﷺ বলেছেন যে, "প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম)*

۞ তওয়াফকারীর জন্য একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে বহু হাজীই ভিড়ের সময় ভুল করে থাকে। আর তা এই যে, হিজ্‌র বা হাতীমের এক দরজায় প্রবেশ করে অন্য দরজায় বের হয়ে তওয়াফ করে এবং হিজ্‌র (কা'বার পাশে গোল মত ঘেরা জায়গা)কে তওয়াফে শামিল করে না। আর এটি একটি বড় ভুল। কেন না, হিজ্‌রের অধিকাংশ কা'বারই অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, তার পূর্ণরূপে বায়তুল্লাহর তওয়াফ হয় না; বিধায় তার তওয়াফ শুদ্ধ হয় না।

۞ তওয়াফ শেষ ক'রে ডান কাঁধের কাপড় সিধা ক'রে নিয়ে সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে ২ রাকআত নামায পড়বে। ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোন জায়গায় ঐ নামায আদায় করে নেবে। অতঃপর সাঈর জন্য সাফা পর্বতের দিকে রওনা হবে। পাহাড়ের নিকটে পৌঁছলে এই আয়াত পাঠ করবে,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِاللّٰهِ﴾

উচ্চারণ ঃ- ইন্নাস স্বাফা অলমারওয়াতা মিন শাআইরিল্লা-হ।

অর্থঃ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৮-আয়াত)*

এর পরে আর অন্য সময় এই আয়াত পুনরায় পড়বে না। অতঃপর সাফায় চড়ে কেবলামুখ করবে এবং দুই হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। তারপর এই যিক্‌র পাঠ করবে,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, আনজাযা অ'দাহ, অ নাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহ্‌দাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এরপর মোনাজাত করবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ঐ যিক্‌র পাঠ করবে, তারপর আবার মোনাজাত করবে। তারপর পুনঃ তৃতীয়বার ঐ যিক্‌র পাঠ করবে।

۞ অতঃপর সেখান থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওনা হবে। সবুজ বাতি আসা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে এবং সবুজ বাতির চিহ্ন থেকে আগামী সবুজ বাতির চিহ্ন পর্যন্ত সম্ভব হলে খুব জোর বেগে দৌড়ে পার হবে। দৌড়তে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেবে না। অতঃপর দ্বিতীয় সবুজ বাতির পর থেকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ার উপর গিয়ে চড়বে। এখানেও কেবলামুখ হয়ে দুই হাত তুলে সাফাতে যেরূপ যিক্‌র ও দুআ পড়ে মোনাজাত করেছিল, সেইরূপ করবে। আর এ পর্যন্ত তার এক চক্র সাঈ পূর্ণ হয়ে যাবে।

۞ অতঃপর মারওয়া থেকে সাফার দিকে পূর্বের নিয়মে ফিরে আসবে। আর এ পর্যন্ত তার ২ চক্র সাঈ পূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর সাফাতে উঠেও সেই যিক্‌র ও দুআ পাঠ করবে যা প্রথমেই করেছিল। এইরূপে সাফা থেকে মারওয়া এক চক্র এবং মারওয়া থেকে সাফা দ্বিতীয় চক্র হিসাব করে মারওয়ায় ৭ চক্র শেষ করবে। অতঃপর বের হয়ে মাথার চুল নেড়া করে অথবা ছেঁটে নেবে। তবে ছাঁটা যেন মাথার সকল জায়গা থেকেই হয়; যাতে চুল ছাঁটা মাথায় প্রকাশ পায়। অবশ্য মহিলা তার মাথার সমস্ত চুল থেকে মাত্র আঙ্গুলের ডগার এক গিরা পরিমাণ কেটে ফেলবে। আর এর পরই সে ইহরাম থেকে পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত করলে উমরার কাজ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর দেশে ফিরার সময় সবশেষে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে।

জেনে রাখুন যে, এক সফরে একটিই উমরাহ। একের বেশী উমরাহ সহীহ নয়। মহানবী ﷺ তথা সাহাবাগণ কত কষ্টের সাথে মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিলেন। সুযোগ নিয়ে তাঁরা কি এক সফরে একটার বেশী উমরাহ করেছিলেন?

আল্লাহ আপনার উমরাহ কবুল করে নিন। আমীন

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ
ফোন- ০৬/৪৩২৩৯৪৯